ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো: রাজু আহমেদ মাসুম
এম. জাকির হোসেন খান

৫ নভেম্বর ২০২০

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- শিল্পোন্নয়ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে
  - মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়সহ মানবিক সংকটের সৃষ্টি
  - বিভিন্ন গবেষণায় বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে ফলে মানুষের সংস্পর্শে এসে এসব প্রাণীবাহিত বিভিন্ন ভেক্টর বর্ন ও জুনোটিক রোগের বিস্তার ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে ১৯৬টি রাষ্ট্রের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন (UNFCCC) প্রতিষ্ঠা
  - 'সাধারণ কিন্তু ভিন্ন দায়িত্ব' (সিবিডিআর) নীতিমালার আওতায় প্রশমন বিষয়ক কিয়োটো চুক্তি, 'নির্মল উন্নয়ন কৌশল' (সিডিএম) প্রণয়নসহ সর্বশেষ ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর ১৯৭টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জলবায়ু চুক্তি কার্যকর
- প্যারিস চুক্তিতে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনা এবং পর্যায়ক্রমে ১.৫° এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে দেশগুলোর নিজস্ব 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' (এনডিসি) প্রণয়ন
- প্যারিস চুক্তির আওতায় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক উন্নয়নশীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং এই প্রতিশ্রুতির বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্তি
  - অভীষ্ট ১৩-এর লক্ষ্য ১৩.২-এ প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, কৌশল ও কার্যক্রমে সমন্বয় এবং ১৩.৩-এ প্রশমন বিষয়ক সতর্কতা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯’ এর ৬টি খাতের মধ্যে প্রশমন একটি অন্যতম খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত
- ২০১৬ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত কপ-২২ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশের ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০% জ্বালানি চাহিদা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি
- বৈশ্বিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ২০১৫ সালের উল্লেখিত হার হতে ৫% এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সাপেক্ষে আরও ১৫% হ্রাসের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এনডিসি, ২০১৫ প্রণয়ন
- এনডিসি-তে নির্ধারিত প্রশমন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১১-২০৩০ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১১,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা প্রাক্কলন
- বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অভিযোজন অর্থায়ন হলেও ২০১০ সাল হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৭৩টি প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল হতে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান যা মোট তহবিলের ১৮%
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের তথ্য-অনুযায়ী প্রশমন এবং কম কার্বন নিঃসরণ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ৩,৪৩৫.৯ কোটি টাকা ব্যয়

গবেষণার যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের সংবিধানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার **ওপর গুরুত্বারোপ** [অনুচ্ছেদ ১৮(ক)]
- প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বিচারে বন ধ্বংস, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে ব্যত্যয়
- বাংলাদেশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে দেশি-বিদেশী উৎস হতে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (২৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা - টিআইবি'র ইতোমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের ঝুঁকি পরিলক্ষিত
- জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অংশীজনদের কার্যক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের ঘাটতি অনুপস্থিত
- ২০২০ সালে এনডিসি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ
- সামগ্রিকভাবে জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এবং ২০১০ সাল হতে জলবায়ু অর্থায়নের ওপর পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় চিহ্নিত সুশাসনের ঘাটতি উত্তরণে টিআইবি'র ধারাবাহিক প্রচেষ্টা

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন/নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির পর্যালোচনা
- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ
- চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান

গবেষণার পরিধি

- প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উৎস হতে প্রশমন অর্থায়ন এবং বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা
- বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন এবং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত - জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত অর্থায়ন ও কার্যক্রম এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা; গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৮ জন)	▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (২৯ টি)	▪ প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ
	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (৭ টি প্রকল্প এলাকা)	▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা
	জিপিএস কর্তৃক সনাক্তকরণ	▪ প্রশমন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের সকল সৌর-বিদ্যুৎভিত্তিক প্রত্যেকটি সড়কবাতির স্থান, সড়কবাতির কার্যকারিতার প্রামাণ্য চিত্র জিপিএস এর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে
পরোক্ষ তথ্য	আধেয় বিশ্লেষণ	▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা; প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন; অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট

প্রকল্প নির্বাচন

- বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়নকাল, কাজের ধরন ও বরাদ্দের পরিমাণ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত জাতীয় তহবিল (বিসিসিটিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত ৭টি প্রশমন প্রকল্প নির্বাচন; উল্লেখ্য, তুলনামূলকভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে সড়কবাতির প্রকল্প সংখ্যা বেশি বলে গবেষণার জন্য ২টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে

প্রশমন প্রকল্প	প্রশমনের ধরন	বাস্তবায়নকাল	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্প-১	বনায়ন (পুনঃ বনায়ন)	২০১২-২০১৫	৯.৪২	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-২	বনায়ন (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ)	২০১৩-২০১৫	২.৫	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৩	বনায়ন (ইকোপার্ক)	২০১৬-২০১৮	৪.৫	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৪	বনায়ন (কার্বন সিঙ্ক)	২০১১-২০১৫	১৭.৩২	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৫	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প)	২০১৬-২০১৭	২.০	পৌরসভা
প্রকল্প-৬	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার পাওয়ার স্টেশন)	২০১১-২০১২	৩১.৪৩	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প-৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প)	২০১৬-২০১৮	১.০	পৌরসভা
		সর্বমোট=	৬৮.১৭	

নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের আর্থিক মূল্য বিসিসিটিএফ এর প্রশমন খাতে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১১%

তথ্য বিশ্লেষণ

সুশাসনের নির্দেশক	গবেষণাধীন ক্ষেত্র/বিষয়
সক্ষমতা	▪ প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম ▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট অংশীজন ▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি
সামঞ্জস্যতা	▪ প্রস্তাবনায় উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন
স্বচ্ছতা	▪ স্ব-প্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্ততা ▪ চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা
জনঅংশগ্রহণ	▪ প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও তদারকির সকল পর্যায়
জবাবদিহিতা	▪ প্রকল্প তদারকি, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ▪ অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা
অনিয়ম-দুর্নীতি	▪ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ

গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম

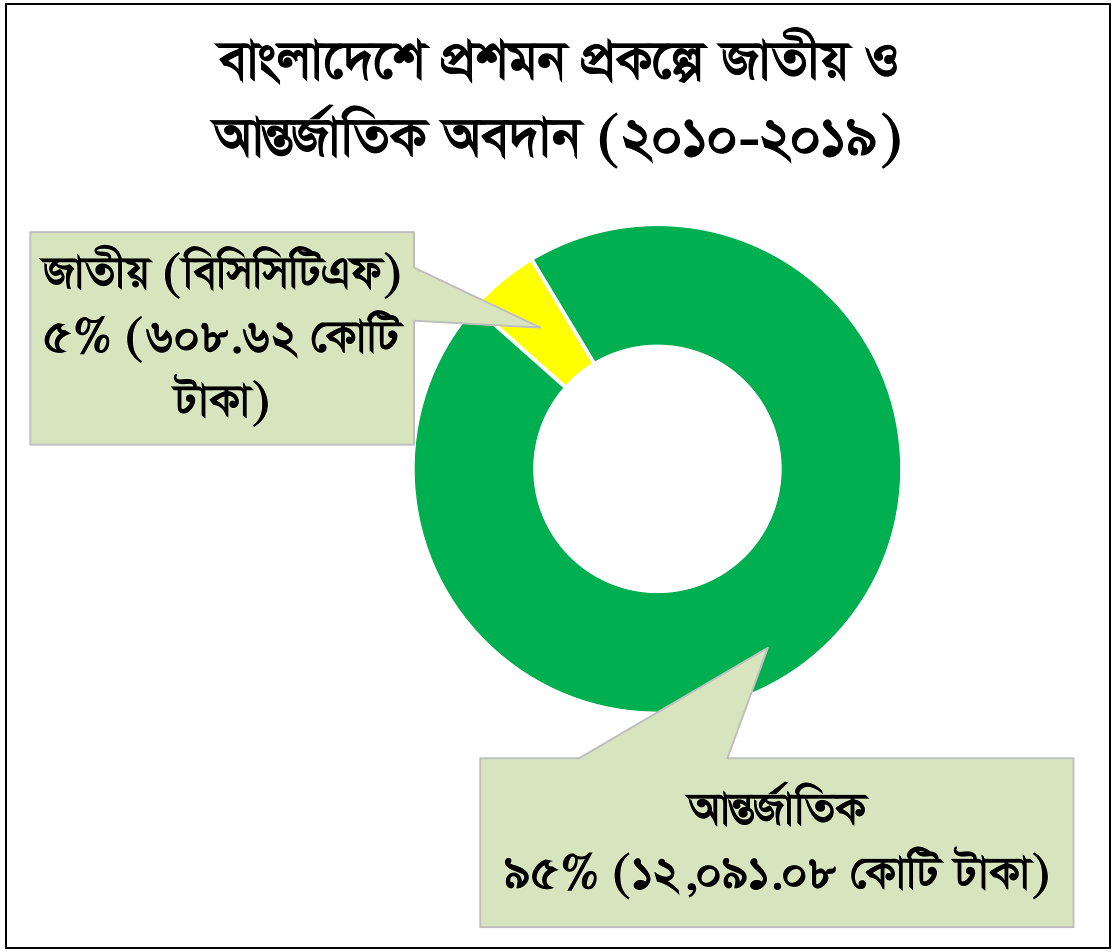

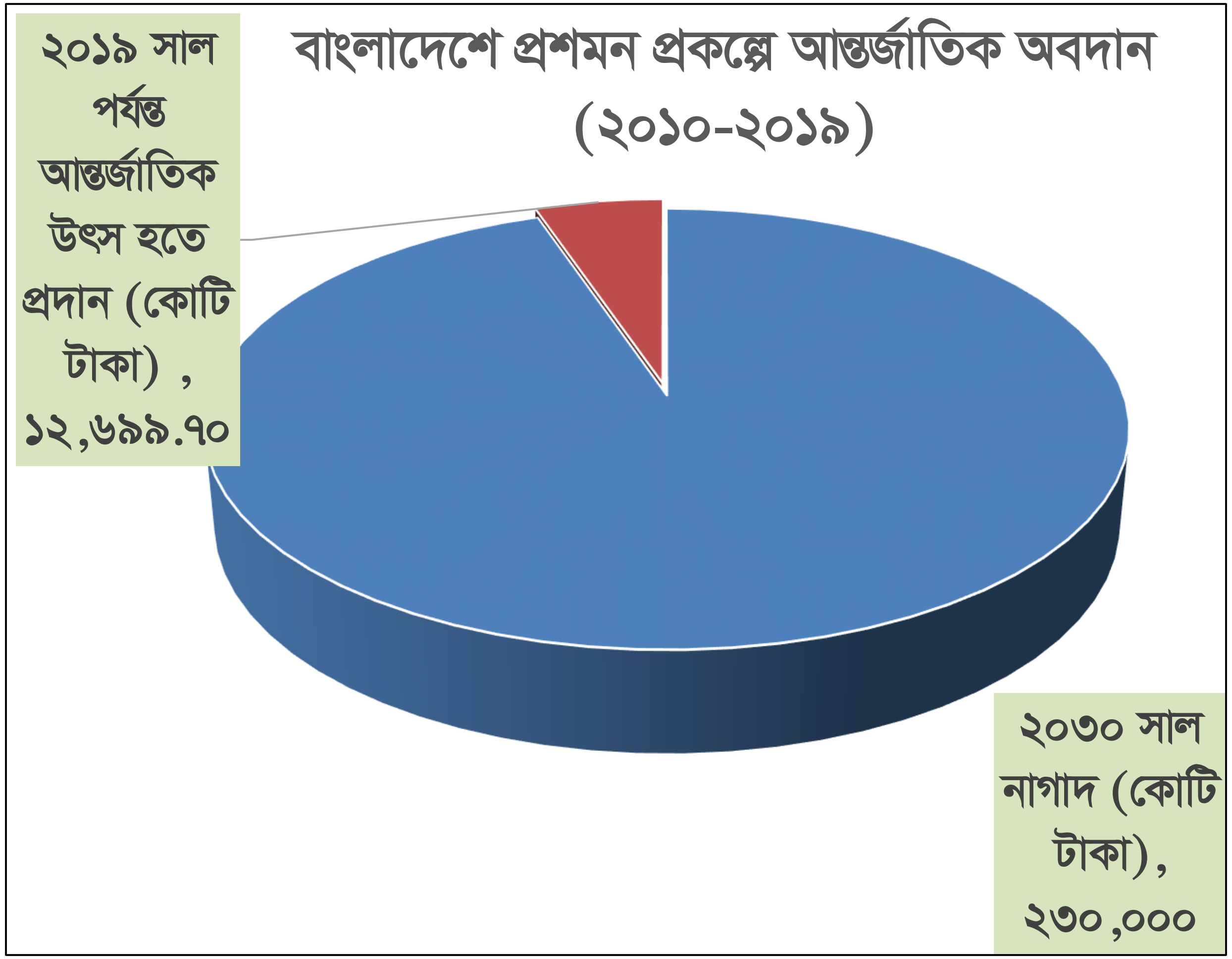

বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম

- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশী-বিদেশী উৎস হতে প্রাক্কলিত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা যোগানের পরিকল্পনার বিপরীতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই অর্থের মাত্র ৬% আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রদান
- এনডিসি'র প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যাপ্ত তহবিল যোগানে যথাযথ কৌশল গ্রহণ এবং সম্ভাব্য উৎস হতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে এখনো আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা
- জাতীয় অবদান ও গুরুত্বভেদে প্রশমন কার্যক্রমগুলোর খাত ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করা নেই - আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের দুর্বল অভিগম্যতা
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/ প্রকল্প বাস্তবায়নরত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ না থাকা

বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক অর্থায়নের বিভিন্ন ধরন শতকরা হার (%)

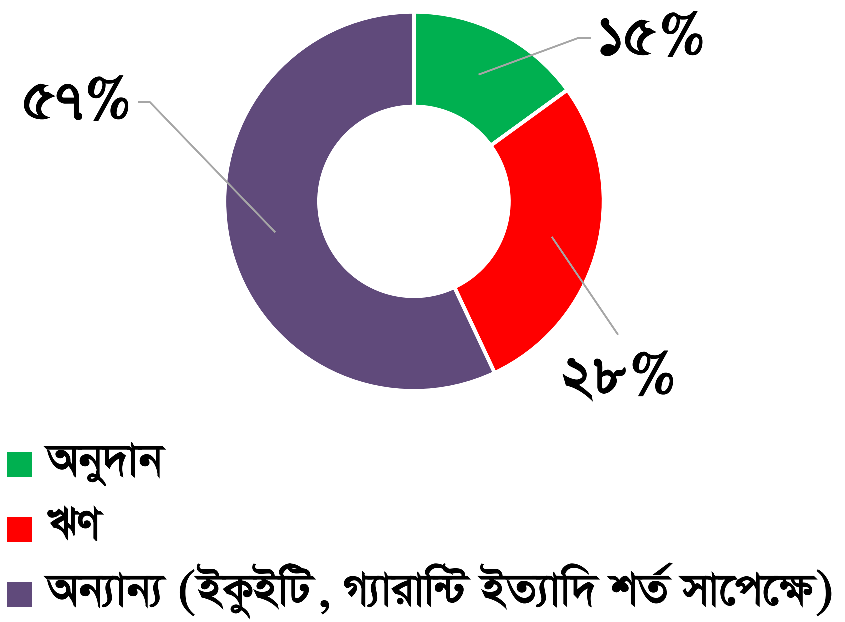

আন্তর্জাতিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্পসমূহের ব্যয় বিন্যাস হার (%)

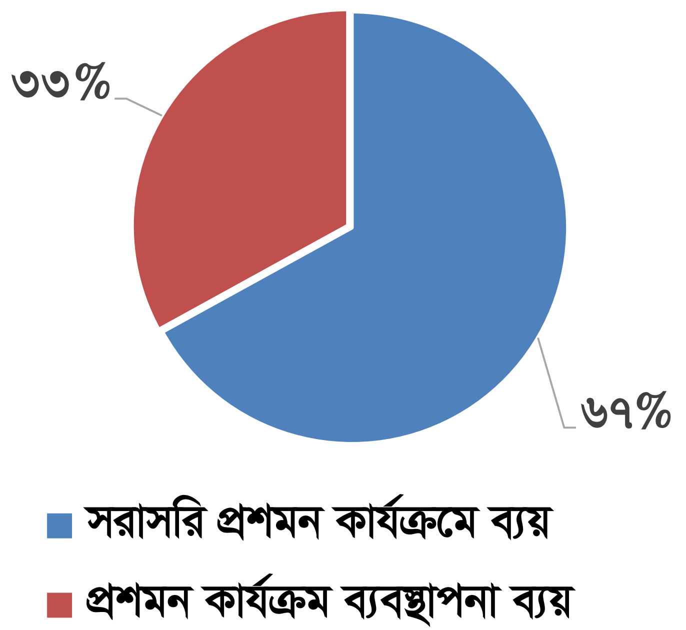

- প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রশমন কার্যক্রমের জন্য উন্নত দেশসমূহ হতে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থায়নের মাত্র ১৫% অনুদান
- আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহে প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সরাসরি অভিগম্যতা নিশ্চিত না হওয়ায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপরে নির্ভরশীলতার কারণে তহবিল ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বৃদ্ধি

বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম

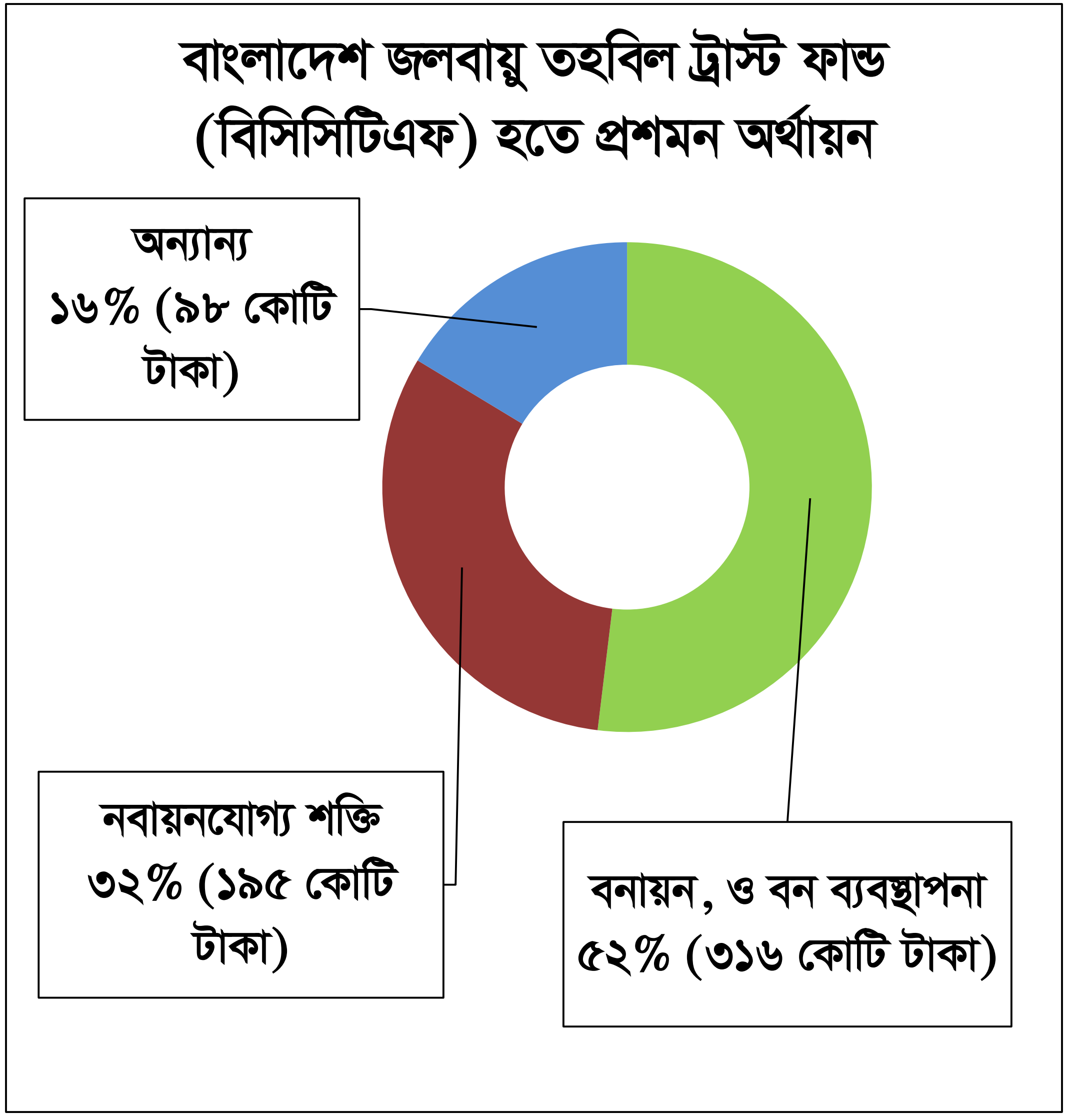

বিসিসিটিএফ কর্তৃক প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়সমূহ

কার্যক্রমের ধরন	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়
বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনা	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
নবায়নযোগ্য শক্তি	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
অন্যান্য (গবেষণা, বিকল্প জৈব জ্বালানি,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রচারণা কার্যক্রম ইত্যাদি)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯	
প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	**ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ**
জ্বালানি নিরাপত্তা ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে একটি কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা	❑ বিগত ১১ বছরে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সময়াবদ্ধ সুর্নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পথনকশা না থাকা ❑ বিসিসিএসএপিতে প্রশমন কার্যক্রমের ধরনভিত্তিক কোনো অগ্রাধিকার ক্রম নেই এবং অভিযোজন ও প্রশমন অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত উল্লেখ না থাকা ❑ পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিত ❑ নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ/অর্থায়নের বিষয়ে কোনো কৌশলগত দিক-নির্দেশনা না থাকার সুযোগে কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুত উৎপাদনে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ

প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯	
প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	**ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ**
দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন ও উপকূলীয় এলাকায় 'সবুজ বেষ্টনীর' পরিধি বৃদ্ধি	❑ বন অধিদপ্তর সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে উপকূল সুরক্ষায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করলেও বাস্তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় তার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ – *এক্ষেত্রে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এর মধ্যে এবং সংরক্ষিত বনের কাছে কয়লা বিদুৎকেন্দ্র স্থাপন সহ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন*
শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে যুতসই এবং কার্যকর প্রযুক্তি আমদানি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা	❑ প্রশমনে সহায়ক প্রযুক্তির আমদানির ধরন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশল না থাকা ❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল আমদানিতে ১০% শুল্ক ও কর আরোপের ফলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতমুখী নীতি অনুসরণ, অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় প্রদান (যেমন, কয়লা আমদানিতে ১০% মূসক ছাড়, বিদেশি কর্মী ও কোম্পানির আয়ের ওপর কর হার সম্পূর্ণ মওকুফ ইত্যাদি) ❑ জাতীয় পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত

প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫	
প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	**ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ**
২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু বিদ্যুৎ ৪০০ এবং সৌর বিদ্যুতের উৎপাদন ১০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা	❑ দেশী-বিদেশী লবির স্বার্থে কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ২.৯ মেগাওয়াট (০.০০৭%) বায়ু বিদ্যুৎ এবং ৩৩৮.৬৫ মেগাওয়াট (৩৩.৯%) সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন ❑ বাস্তবে বাংলাদেশে ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কম দেখানো হয় ❑ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার না দিয়ে উল্টো সুপার ক্রিটিকাল প্রযুক্তির নামে কৌশলে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্তি – *ফলে বার্ষিক ১১৫ মিলিয়ন টন কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের ঝুঁকি সৃষ্টি* ❑ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক সুবিধার্থে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ বাস্তবায়ন করতে সরকার কর্তৃক প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নবিরোধী অবস্থান গ্রহণ – *প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিলেও অর্থাভাব ও আন্তর্জাতিক চাপে কয়লানির্ভরতা থেকে সরে পরিবেশ বিধ্বংশী এলএনজি জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক বিনিয়োগ পরিকল্পনা*

প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫

প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ
পরিবহন খাতে বর্তমানের তুলনায় ১৫ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো	❑ পরিবহন খাতে ১৫% গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে এবং কিভাবে এই হার কমানো হবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকা ❑ ২০০৪ সালের পর যানবাহনের কারণে পরিবেশ/বায়ু দূষণ নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা করা হয়নি - *নাসার তথ্যমতে গত ১০ বছরে ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা ৮৬% বৃদ্ধি* ❑ বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার শীর্ষস্থান অর্জনে যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হলেও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে তা কমাতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
শিল্প খাতে ১০% শিল্প শক্তি অপচয় রোধ	❑ শিল্প খাতে শক্তি ব্যয়ের ১০ শতাংশ অপচয় রোধে সরকারের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, সমন্বিত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা ❑ শিল্প খাতে শক্তি ব্যয় অপচয় রোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো প্রণোদনার সুযোগ না থাকা ❑ শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার সুযোগ না থাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে অনীহা

প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮	
প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	**ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ**
২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৮০% হ্রাস	❑ ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের কথা থাকলেও বর্তমানে তা মাত্র ০.০৩% ❑ ২০০০-২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৯৫% থেকে বেড়ে ৯৯% উন্নীত ❑ ২০০০-২০১৬ সাল নাগাদ মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি (০.২ মে.ট. থেকে ০.৪৬ মে.ট. বৃদ্ধি)
নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত সকল কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশসমূহে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি	❑ ২০০৮ এর পর এনডিসি ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ১৫% প্রশমন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা হালনাগাদ না করা ❑ শর্তসাপেক্ষে ৬০ এএমপি পর্যন্ত ব্যাটারি কেনার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি দেওয়া হলেও এর বাতি এবং যন্ত্রাংশের ওপর ৩১% কর অব্যাহত

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা

- গবেষণাধীন ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্পেই প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা গেছে

প্রকল্প	প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা	ধরন
প্রকল্প ১	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত বনায়ন সম্পূর্ণ না করা
প্রকল্প ২	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা না করা
প্রকল্প ৩	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা না করা
প্রকল্প ৪	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	আংশিক বনায়ন করে প্রকল্প বাতিল
প্রকল্প ৫	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত স্থানে সড়কবাতি স্থাপন না করা
প্রকল্প ৬	সামঞ্জস্যপূর্ণ	নির্দেশিত স্থানে সড়কবাতি স্থাপন
প্রকল্প ৭	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম বিদ্যুৎ সরবরাহ

রং	অর্থ
সবুজ	সামঞ্জস্যপূর্ণ
হলুদ	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: স্বচ্ছতা

- ❑ গবেষণাভুক্ত ৭টি প্রকল্পের ৫টিতেই স্থানীয় বাস্তবায়ন কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল না
- ❑ চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না
- ❑ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য বাতায়নে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি

প্রকল্প	নির্দেশক ভিত্তিক ফলাফল			
	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি	চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা	তথ্যবোর্ড	ওয়েবসাইট ও জাতীয় তথ্য বাতায়নে প্রকল্পের তথ্য প্রকাশ (১৪-০৬-২০২০)
প্রকল্প ১	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ২	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ৩	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ৪	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ৫	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ৬	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে	ব্যবস্থা নেই/হয়নি
প্রকল্প ৭	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি	ব্যবস্থা নেই/হয়নি

(সবুজ)	ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে
(লাল)	ব্যবস্থা নেই/হয়নি

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: স্বচ্ছতা ...

নামসর্বস্ব ও অপ্রতুল তথ্যসম্বলিত তথ্যবোর্ড

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: জনঅংশগ্রহণ

- প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ বিশেষত নারী ও অতি দরিদ্রের মতামতের বাধ্যবাধকতা থাকলেও শুধুমাত্র প্রকল্প ২ এ স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়

প্রকল্প	নির্দেশকসমূহ		
	প্রকল্পে প্রণয়নে জনঅংশগ্রহণ	প্রকল্প তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী ও অতি দরিদ্রদের মতামত গ্রহণ
প্রকল্প ১			
প্রকল্প ২			
প্রকল্প ৩			
প্রকল্প ৪			
প্রকল্প ৫			
প্রকল্প ৬			
প্রকল্প ৭			

ব্যবস্থা রয়েছে/হয়েছে

ব্যবস্থা নেই/হয়নি

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: জবাবদিহিতা

প্রকল্প	নির্দেশকসমূহ							
	তদারকি					অভিযোগ নিরসন	আর্থিক নিরীক্ষা	মূল্যায়ন
	অর্থায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	স্থানীয় জনপ্রশাসন	আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	আইএমইডি
প্রকল্প ১	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ২	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ৩	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ৪	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ৫	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ৬	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি
প্রকল্প ৭	হয়েছে	হয়েছে	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি	হয়নি

হয়েছে/ব্যবস্থা রয়েছে

হয়নি/ব্যবস্থা নেই

- ❑ নীতিমালা উপেক্ষা করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনপ্রশাসনের তদারকি এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় নি
- ❑ কোনো প্রকল্প তদারকি, আর্থিক নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন না হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতাসহ স্বাধীন তদারকির অনুপস্থিতি

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রকল্প	কার্যক্রমভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতির আর্থিক মূল্য (টাকা)
প্রকল্প-১	বনায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩.২৮ কোটি টাকার ৪০% তহবিল আত্মসাৎ	১,৩১,০০,০০০
প্রকল্প-২	প্রায় ১,০০,০০০ চারাগাছ কম লাগানোর অভিযোগসহ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় হতে উধাও	৫৬,২৫,০০০
প্রকল্প-৩	নিম্নমানের চারা রোপণসহ, প্রকল্পের উল্লিখিত কার্যক্রমের আংশিক বাস্তবায়ন ও ব্যয় দেখিয়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের অংশবিশেষ আত্মসাৎ	১,৮৪,৪২,০০০
প্রকল্প-৪	প্রকল্পের ৫০% কাজ বাস্তবায়ন করে বাকি প্রায় অর্ধেকের মতো তহবিল আত্মসাৎ	৮,৬৬,০০,০০০
প্রকল্প-৫	২৮% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৫৫,৯০,২০০
প্রকল্প-৬	একর প্রতি ১১ লাখ টাকা অতিরিক্ত দামে ৪ একর জমি ক্রয়সহ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	২৩,৪৪,০০,০০০
প্রকল্প-৭	৭০% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৬৯,৮৮,৮০০

প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন: অনিয়ম-দুর্নীতি ...

- অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়মিত তদারকি সত্ত্বেও সাতটি প্রকল্পে অর্থায়নকৃত ৬৮.১৬ কোটি টাকার প্রায় ৩৭.০৭ কোটি টাকা (৫৪.৪%) অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অপচয়/ক্ষতি
- সাতটি প্রকল্পের সবগুলোই রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন; যার মধ্যে তিনটি প্রকল্পের অনুমোদনে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীকে ১০% প্রকল্প অর্থ অগ্রিম ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ
- সৌর বিদ্যুৎ চালিত সড়কবাতির দুইটি প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, অনুমোদন ও ঠিকাদার নির্বাচনে একজন মন্ত্রীর একজন প্রাক্তন সহকারি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে
- একটি প্রকল্পের আওতায় ৬৫০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে দৈনিক মাত্র ৫০ কিলোওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্বাহী আদেশ না থাকায় বিদ্যুতের অপচয়
  - *উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার সুযোগ না থাকায় অবমুক্তকরণের নামে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অপচয়*
- সড়কবাতি সংক্রান্ত দুটি প্রকল্প দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করলেও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথভাবে যাচাই না করেই উভয় প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় সহ প্রাক্কলন অনুমোদন
  - *একই সময়ে একই সক্ষমতার প্রকল্প দুটি অনুমোদিত হলেও প্রকল্প দুটিতে স্থাপিত সড়কবাতির মূল্যের পার্থক্য ইউনিট প্রতি প্রায় ১,০১,০০০ টাকা*

বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: অনিয়ম-দুর্নীতি

রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে যে প্রকল্পে সড়কবাতির ইউনিট প্রতি দাম তুলনামূলক বেশি ছিল সে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকারি সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত সড়কবাতির খারাপ মান, তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণে সদিচ্ছার ঘাটতির কারনে প্রকল্পের মেয়াদান্তের পূর্বেই প্রায় অর্ধেক সড়কবাতি অকার্যকর

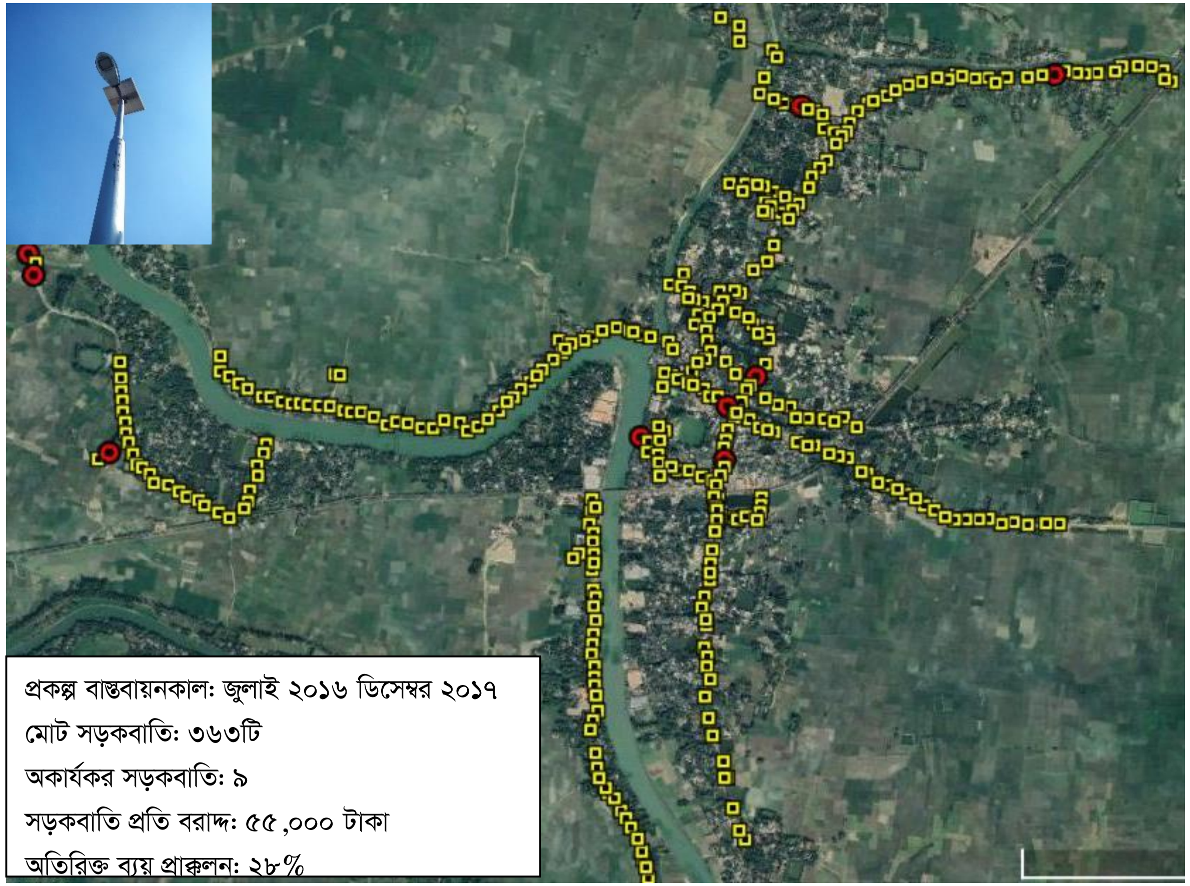

সড়কবাতি প্রকল্প : ১

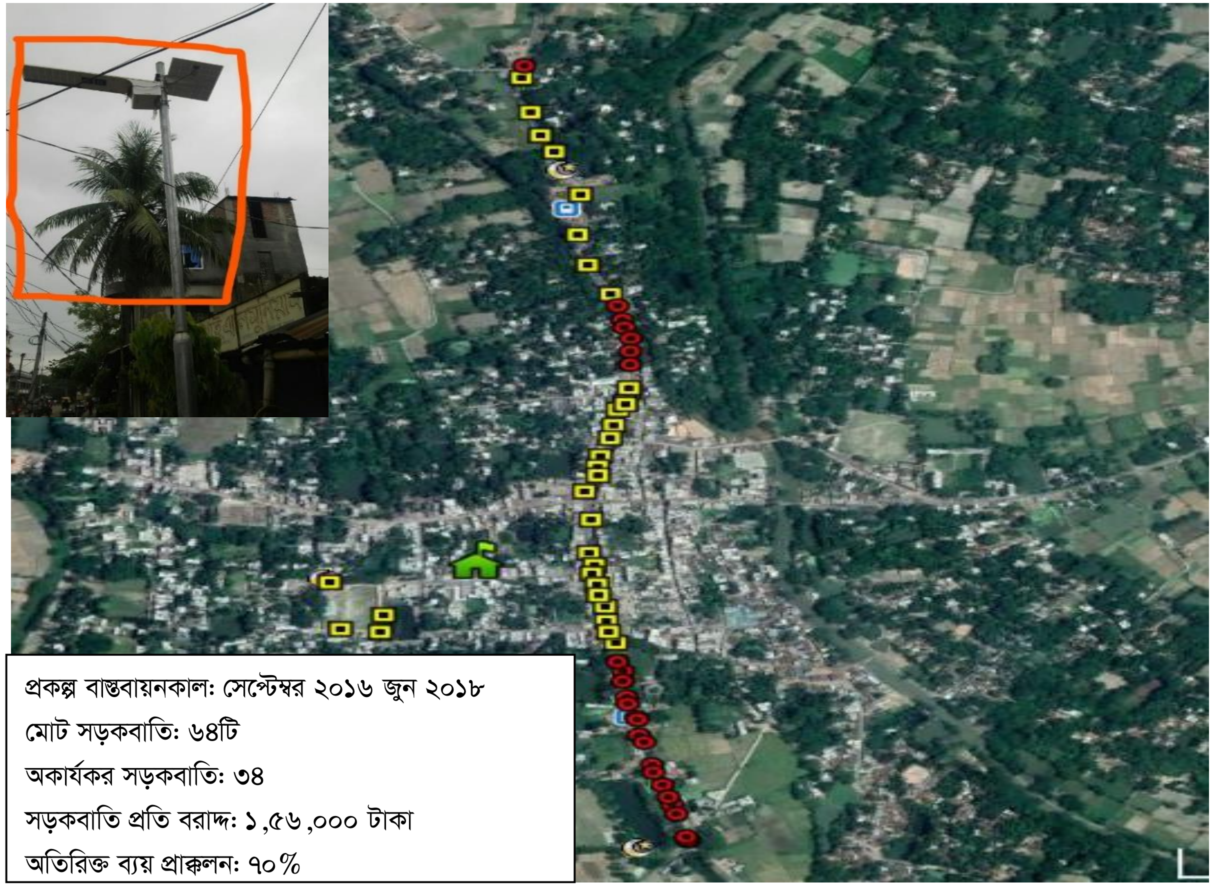

সড়কবাতি প্রকল্প : ২

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- এনডিসি'তে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ব্যর্থতা
- পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে উল্টো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ
- প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জনঅংশগ্রহণ ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন
- প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা
- প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় না আনা
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আইএমইডি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিদপ্তরের সাথে বিসিসিটিএফ'র মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নেই

ক্র/নং	সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন		
১	অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
২	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে	
৩	কয়লা ও এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
৪	নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের ন্যায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জ মুক্ত) প্রদান করতে হবে	
৫	বনায়ন ও বন্যপ্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	

সুপারিশ...

ক্র/নং	সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন		
৬	প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দিতে হবে	প্রকল্প অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	তথ্যবোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে	
৮	প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করতে হবে	
৯	অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	
১০	জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে।	

ধন্যবাদ

এনডিসি’ তে নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে অগ্রগতি

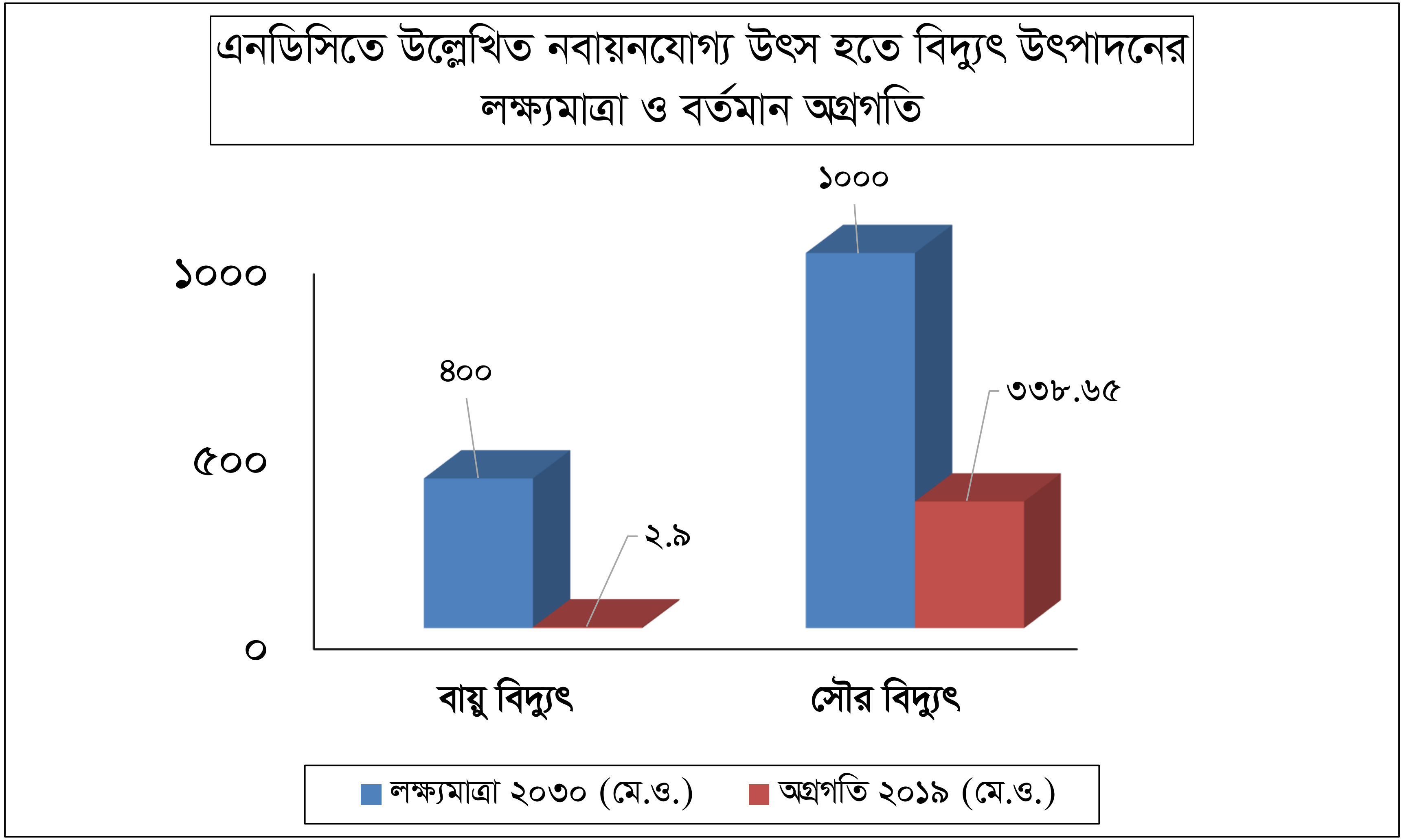

প্রকল্প প্রস্তাবনায় গাছের চারা উল্লেখিত মান ও বরাদ্দের সাথে বাস্তবায়নের অসামঞ্জস্য

সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় এরূপ স্থানে ম্যানগ্রোভ জাতের চারা রোপণ করা হলেও ছবিতে নির্দেশিত প্রকল্পটি উপকূলীয় স্থানে বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্প নয় এবং যে চারাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো ম্যানগ্রোভ জাতেরও নয়।

(প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রতিটি চারার বরাদ্দ ২০৫ টাকা এবং চারার সাথে একটি খাঁচা থাকার কথা)